FEB. 2 5 2001

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দৈনিক ইনকিলাব

ট্রেজারার ও তার সহযোগীদের পদত্যাগ দাবী

খুলনা ভার্সিটি আবার উত্তপ্ত

খুলনা ব্যুরো ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ মনোনীত ট্রেজারার ও তার পেটোয়া বাহিনী কর্মচারীদের অপসারণসহ তিন দফা দাবীতে ছাত্রছাত্রীদের অব্যাহত ক্লাস বর্জনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্রছাত্রীরা মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট ও বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধের ডাক দিয়েছে। গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাফেটেরিয়ার এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রছাত্রীরা এই কর্মসূচী ঘোষণা করে। লিখিত বক্তব্যে তারা অভিযোগ করে যে, গত ১৮ জানুয়ারী ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য ভিসির অফিসের সামনে দীর্ঘ ৯ ঘন্টা ব্যর্থ অবস্থান করে ফিরে আসে। এরপর হল প্রভোস্ট কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছাত্রী হলের গেটে তালা লাগানো এবং শিক্ষকদের সাথে আলোচনায় ফল না পেয়ে তারা ২১ জানুয়ারী ভিসির সাথে দেখা করতে আসে। ভিসি বলেন, আমি এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারব না। ট্রেজারার বলেন, প্রয়োজনে হলের মেয়েদেরকে বের করে দেয়া হবে। মেয়ে ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় ভাল চলবে। প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রী ছাড়া খুলনার মাটিতে এক বছর শুধু কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালাব। সমবেত শত শত ছাত্রছাত্রী এই অসৌজন্যমূলক কথার প্রতিবাদ করে উঠলে কর্মচারীদের একাংশ পরিকল্পিতভাবে ছাত্রছাত্রীদের কটূক্তি করে গায়ে হাত তোলে। তারাই রেজিস্ট্রার ভবনের ৪/৫টি কাচ ভাঙচুর করে। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কে ছুটোছুটি করতে থাকে। পরদিন ২২ জানুয়ারী হরতাল থাকলেও কর্তৃপক্ষ হঠাৎ সন্ধ্যার মধ্যে পুলিশ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগে বাধ্য করায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, ছাত্রছাত্রীরা ঢাকায় আন্দোলন গড়ে তোলে। জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন, অবস্থান, র‍্যালি, ঢাকা ভার্সিটিতে সম্মেলন, মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও প্রেসিডেন্টের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। ঐ সময় চার দফা দাবী ছিল। প্রথম দফার দাবী অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে তিন দফা দাবীর মধ্যে রয়েছে নিরপরাধ ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি প্রত্যাহার, ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার জন্য দায়ী ট্রেজারার ও কর্মচারীদের অপসারণ, ক্যাম্পাসের ভেতরে ও বাইরে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ছাত্রীদের আবাসন সমস্যার সুষ্ঠু ও আশু সবাধান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের পর থেকে ট্রেজারার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন না। ভিসি নজরুল ইসলাম ঢাকায় অবস্থান করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোভিসি না থাকায় বর্তমানে কে দায়িত্বপ্রাপ্ত তা কোন কর্মকর্তাই বলতে পারেন না। যে কোন রকম পরিস্থিতিতে এখন কেউ নেই যে সিদ্ধান্ত দিতে পারে। এই রকম এক জটিল পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বর্জন, সমাবেশ, মিছিল, সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।